দৈনিক সংবাদ

89

তারিখ 11 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

আমাদের সমাজে সহশিক্ষার গুরুত্ব

দিলোয়ার ইবনে ইউনুস

পুরুষ ও নারী উভয়ের শিক্ষার প্রয়োজন আছে– এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। আদিকাল থেকে আজকের বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ স্রোতটি প্রবহমান। কখনো বা ধারাটি বিস্তীর্ণ, কখনো বা শীর্ণ। অতি প্রাচীনকালেও সমাজব্যবস্থায় নারীর একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। আদি ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যুগে যুগে বহু নারী নিজেদের মেধার পরিচয় দিয়ে লোকস্মৃতির কষ্টিপাথরে অমরতা লাভ করেছেন। বৌদ্ধ যুগে নারী শিক্ষার ধারাটি সংকীর্ণ হলেও নানা মঠে শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুর পাশে বিদুষী ভিক্ষুণী বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে গভীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেছেন। মুসলিম যুগে পর্দা প্রথার জন্যে অধিক বয়সের মুসলমান বালক–বালিকা অনেক স্থানে সহশিক্ষার সুযোগ লাভ করেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল ঢেউ এ দেশের তটে আসার সাথে সাথেই আমাদের সমাজব্যবস্থায় এবং জীবনদর্শনে নানা রূপান্তর ঘটে যায়। পাক–ভারতের গণজাগরণের সাথে সাথে বাংলার নারী–সমাজ ঘোমটা ও বোরকা ফেলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠে–পড়ে লেগে গেল। পুরুষের মতো স্বাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় তারা তীব্র আন্দোলন শুরু করল। আর্থিক অসচ্ছলতা এবং অন্যান্য অসুবিধার দরুন নারীর দাবি চরিতার্থ হলো সহশিক্ষার প্রবর্তন আর সাথে সাথে প্রবীণ ও নবীনে, দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীদের অন্তহীন বাক্যের ঝড় ও তর্কের অকাল বোশেখী দেশের সামাজিক আকাশকে সমাচ্ছন্ন করে ফেলল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ তর্কের মীমাংসা হলো কৈ?

সহশিক্ষার প্রশ্নে দুটো সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মতবাদ গড়ে উঠেছে। সহশিক্ষার সমর্থকরা বিরুদ্ধবাদিগণকে কূপমন্ডুক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে নিন্দা করেন। তারা বলেন, 'বর্তমানে আমাদের মাঝে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই দুর্নীতি খুব প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। নারী সাধারণত লাস্যময়ী কোমল প্রকৃতির। তাদের সংস্পর্শে আসলে দুর্নীতিপরায়ণ মনোভাবের পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে। সহশিক্ষার গুণে অর্থাৎ পারস্পরের সান্নিধ্যের ফলে যৌন–রহস্য অনেকাংশে দূর হবে; যৌন সম্পর্ক হবে সুস্থ ও কলুষমুক্ত। ফলে, যৌন বিকৃতির সম্ভাবনা বহুলাংশে কমে যাবে। নারী–পুরুষের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন তো নয়ই, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক এবং অভিন্ন। সহশিক্ষার ফলে পুরুষ ও নারী পরস্পর পরস্পরকে কর্মক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারলে সমাজের মঙ্গল হবে বলে মনে হয়। সহশিক্ষার পরিবেশে মানুষ হয়ে উঠল সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক অর্থাৎ সবক্ষেত্রে নারী ও নর উভয়ে পরস্পরের মাঝে স্বচ্ছন্দে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এতে সমাজ ও রাষ্ট্রের অমঙ্গলের আশংকা নেই।

বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত এই যে, 'সহশিক্ষা অন্যান্য দেশে কিছুটা ফলপ্রসূ হলেও পাক–ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সহশিক্ষার কোন নজিরই নেই। কাজেই পাশ্চাত্যে সংস্কৃতির ধারক সহশিক্ষাকে আমাদের মধ্যে প্রবর্তন করলে আমাদের মধ্যে অতি সহজেই কলুষ প্রবেশ করবে। এতে আমাদের সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। দ্বিতীয়ত, সহশিক্ষা নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করতে শেখাবে। তৃতীয়ত, সহশিক্ষার ফলে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমগ্র জাতির অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করে দেবে। চতুর্থত, নারী ও পুরুষের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। নারীই এ দেশের ঘরের কর্ত্রী। পরিবারে যার শক্তি অলক্ষ্যে বিরাজ করে। সন্তান–সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণে, গৃহের শৃংখলা, আনন্দ ও সংসারের কল্যাণ– সবকিছুই নির্ভর করে নারীর মমতাময়ী মূর্তিটির ওপর।'

শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন বলেই সহশিক্ষার দ্বারা নারীর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে পারে না। সহশিক্ষা যে পাশ্চাত্য দেশে খুব একটা সমাদৃত হচ্ছে তা নয়। বৃটেনে শুধু অল্প বয়সের শিশুদের জন্যে সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। রাশিয়া সহশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকে গবেষণার পর ঠিক করেছে যে, পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন বলে সহশিক্ষার বিলোপ সাধনই কর্তব্য।

'সহশিক্ষার ব্যাপারে একদল মধ্যপন্থী উভয় মতবাদের সমন্বয় সাধন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাদের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা ক্ষেত্রে সহশিক্ষক বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে সহশিক্ষা বর্জনীয়। প্রাথমিক ও স্নাতকোত্তর স্তরে নর–নারীর শিক্ষা তালিকায় কোন পার্থক্যের প্রয়োজন নেই। মাধ্যমিক স্তর ও কলেজীয় শিক্ষার ব্যাপারে স্বকীয়তানুসারের ভিন্ন শিক্ষা আবশ্যক। তাই এ দু'স্তরে সহশিক্ষা ফলপ্রসূ নয়। বৃটেনেও তা প্রচলিত। মনোবিজ্ঞানিগণ এ মতের সমর্থক এবং এ নীতিকে মঙ্গলপ্রসূ ও নিরাপদ বলে মনে করে থাকেন।

নর ও নারী সমাজের দু' অপরিহার্য অঙ্গ, একে অন্যের সম্পূরক। সুতরাং নারী সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমঅধিকার দাবি করতে পারে। যদি সমাজ ও রাষ্ট্র নারীর দাবিকে অভিনন্দিত করে তা হলে নারী সমাজকে প্রকৃতির অনুশাসন অমান্য করে জীবনের সবক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অবাধ সান্নিধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হলে আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়া অর্থহীন। সমাজে নর ও নারীকে সমগ্র শিক্ষায় আত্মপ্রতিষ্ঠ মানুষ হতে হলে, উভয়কেই গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিখতে হবে। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে পৃথক বা আলাদা শিক্ষাব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রাথমিক ও স্নাতকোত্তর ক্ষেত্রে সহশিক্ষা এবং অন্যত্র পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলেই নৈতিক অবনতি রুদ্ধ হবে তাও বলা যায় না কারণ যৌন চেতনা জাগ্রত হ হঠাৎ পরস্পরকে আলাদা করে লিপ্ত হলে যৌন বিকৃতির সম্ভা প্রচুর। বরং প্রথম থেকেই সান্নিধ্যের ফলে সমস্ত রহস্যবোধ যৌন সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক হবে

সবশেষে বিভিন্ন দিক বিবেচনা বলা যায়; সর্বক্ষেত্রেই যদি নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি মেনে নিতে হয়, তা হলে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত শিক্ষার প্রতি স্তরের সহশিক্ষার প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়।